সংবাদ

তারিখ ... 17 FEB 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৪ ...

বাগেরহাট মেরিন একাডেমি

অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা : স্কুল বন্ধ

আজাদুল হক, বাগেরহাট

সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে শিক্ষার্থীদের ৪ দিন ধরে আন্দোলনের একপর্যায়ে বাগেরহাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. সেলিম রেজা স্বাক্ষরিত এক পরিপত্র গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই প্রতিষ্ঠানে আসে। পরিপত্রে বলা হয় পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মেরিন একাডেমির সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের দুপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয় বলে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষকরা জানান।

উল্লেখ্য, দফা অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে মেরিন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সিরাজুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন অব্যাহত রাখে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। গত মঙ্গলবার সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ে ক্লাস বর্জন করে শ্রেণিকক্ষ ও অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে আসছেন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করে দীর্ঘদিন ধরে টাকা আত্মসাৎ করে আসছেন। বেশ কয়েকটি পদে কোন লোক নিয়োগ না দিয়ে তাদের কাগজে কলমে নাম দেখিয়ে তাদের নামে বেতন ভাতা উত্তোলন করে তা নিজে আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়া ভর্তি বাণিজ্য, আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের আসন বরাদ্দ না দিয়ে বাইরের লোকদের কাছে ভাড়া দিয়ে অবৈধভাবে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা কেটে রাখাসহ বিভিন্ন খাতে অনিয়মের অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা বলেছেন, অধ্যক্ষের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করলে প্রতিষ্ঠান থেকে ছাড়পত্র দিয়ে বের করে দেয়াসহ নানা ধরণের ভয়ভীতি দিয়ে আসছেন তিনি। তাই তার হাতে থেকে পরিত্রাণ পেতে অধ্যক্ষের অপসারণের এক দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন তারা।

চলতি সপ্তাহের মধ্যে তার অপসারণ না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। বাগেরহাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ইনস্টেক্টর অভিষেক সরকার বলেন বাগেরহাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির সব কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের মহাপরিচালক। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছুই বলতে পারব না। প্রসঙ্গত: ঢাকায় ১৭ কোটি টাকার জায়গা ক্রয়সহ ১৭টি খাতে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভকালে লিফলেট বিতরণ করেছে।

এখন একজন দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় শিক্ষার্থীরা আলো বিপাকে পড়েছে বলে নারী শিক্ষার্থীরা জানান। বাগেরহাট জেলা প্রশাসক তপন কুমার বিশ্বাস সাংবাদিকদের বলেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে, সমস্যা অচিরেই সমাধান হবে।